বিনোদিনী

পতিতা নয় শিল্পীর ডায়রি

লিখেছেন **জব্বার হোসেন**

স্বাধীনতা-উত্তর অস্থির রাজনৈতিক বাতাস আর ভস্ম অর্থনীতির ধুম্রজালের মধ্যে সমগ্র দেশের হৃদয় যখন জর্জরিত সেই অনিশ্চিত সময়ে ঢাকা থিয়েটারের যাত্রা। জন্মলগ্ন থেকেই ঢাকা থিয়েটার শেকড় সন্ধানী, দেশজ নাটক মঞ্চায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সেই ধারাবাহিকতায় ঢাকা থিয়েটার এবার মঞ্চে এনেছে এক শিল্পীর জীবনালেখ্য। পেশাদারী বাংলা থিয়েটারের উন্মেষকালের প্রবাদপ্রতীম অভিনেত্রী শ্রীমতি বিনোদিনী দাসীর জীবন ও অভিনয় নিয়ে শিমুল ইউসুফের একক অভিনয়ের নাটক- বিনোদিনী।

ফিরে দেখা ঃ বিনোদিনী গাঁথা

শতাধিক বছর আগে নারী অভিনয় শিল্পী হিসেবে বিনোদিনী বাংলার মঞ্চে এসেছিলেন রক্ষণশীল এক পরিবার থেকে। দশ টাকা মাইনে নিয়ে বিনোদিনী যোগ দেন ন্যাশনাল থিয়েটারে। পিতৃহারা বিনোদিনী থিয়েটারকে বড় আপন করে নিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি চলে আসেন বেঙ্গল থিয়েটারে সেখানেই তার উন্নতির সোপান। বিনোদিনী অভিনয় করেছেন অসংখ্য ধ্রুপদী নাটকে। থিয়েটারকে ভালোবেসে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। তিনি তার সংকট সময়ে বাস করেছিলেন এক অবিবাহিত পুরুষের সঙ্গে। পরে সেও কথা রাখেনি, বিয়ে করেছিল অন্যত্র। তাই বিনোদিনী বলেছেন, 'আমরা প্রতারণা করিনি। আমরা প্রতারিত হইয়া প্রতারণা করিতে শিখিয়াছি'।

গুর্মোখ রায় বিনোদিনীর জীবনে এক অন্যতম অধ্যায়। বিনোদিনী বলেছেন, 'আমি যদি তার একান্ত বাধ্য না হই তাহা হইলে তিনি থিয়েটারে অর্থ দান করিবেন না।' গুর্মোখ রায় বিনোদিনীকে তার অধীনে এনে তার নামে একটি থিয়েটার করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি বিনোদিনীর সহকর্মীদের জন্য। বিনোদিনীর নামে তিনি যখন থিয়েটারের অর্ধেক স্বত্ব লিখে দিতে চান তখন বিরোধিতা করেন স্বয়ং গিরিশ বাবু। স্বত্ব দেয়া হয় না, এমনকি থিয়েটার করা থেকেও বিরত রাখা হয় তাকে। কিন্তু বিনোদিনী নিবেদিত শিল্পীপ্রাণ এক নারী। বলেন, আমি থিয়েটার ভালোবাসিতাম, সেই নিমিত্ত ঘৃণিত বারনারী হইয়াও অর্ধলক্ষ টাকার প্রলোভন ত্যাগ করিয়াছিলাম'। এক সময় বিনোদিনী নিজেই চলে যান অলক্ষে। বলেন, 'থিয়েটারকে বড়ই ভালোবাসিতাম তাই থিয়েটার করিতাম। কিন্তু ছলনা ভুলিতে পারি নাই, তাই অবসর পাইয়া অবসর গ্রহণ করিলাম।'

নির্মাণ ভাবনা

বিনোদিনীকে নিয়ে এ যাবৎকালে যতগুলো নাটক ও যাত্রা রচনা করা হয়েছে তাতে সত্যের চেয়ে কল্পকাহিনী প্রধান। সেখানে উঠে আসেনি বিনোদিনীর নান্দনিক ভাবনা, তীব্র শিল্পযন্ত্রণা। ফলে তা নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু কিংবা সেলিম আল দীন কাউকেই আকর্ষণ করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বিনোদিনী দাসীর নিজের লেখা আত্মজীবনী 'আমার অভিনয় জীবন' ও 'আমার কথা'র দিকে দৃষ্টি দিতে হয় দুই শিল্প স্রষ্টাকে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল তার আত্মজীবনী অবলম্বনে

বিনোদিনীর অভিনয় জীবন

শ্রীমতি বিনোদিনী দাসীর জন্ম আনুমানিক ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতায়। মাত্র ১১-১২ বছর বয়সে ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রথম মঞ্চে অভিনয় করেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে। শিল্পী হিসেবে থিয়েটারে আবির্ভাব, অভিনয় শিল্প নিয়ে তার নান্দনিক ভাবনা এবং নাটক থেকে তার হঠাৎ নিষ্ক্রমণ আজো বিস্ময়। বিনোদিনী মাত্র ১২ বছরে অভিনয় জীবনে প্রায় ৮০টি নাটকে ৯০টির অধিক চরিত্রে কাজ করছেন। নাট্য সম্রাট গিরিশ ঘোষের নাট্যকৃতীর মূলে ছিলেন বিনোদিনী দাসী। তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধে' বিনোদিনী একাই অভিনয় করেছিলেন সাতটি নারী চরিত্রে। 'মৃণালিনী'তে দর্শক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই ছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি মনোরমা চরিত্রটি পুস্তকেই লিখেছিলাম মাত্র, বিনোদের অভিনয় দেখে তাকে স্বচক্ষে দেখলাম।' বিনোদিনীর অভিনয় দর্শনে এমন ঘটনার উদাহরণ আছে অসংখ্য।

তখনকার সাময়িক পত্রপত্রিকাগুলো বিনোদিনীকে ফ্লাওয়ার অব দি নেটিভ স্টেজ, প্রাইমা ডোনা অব দি বেঙ্গলি স্টেজ, মুন অব দি স্টার কোম্পানি... প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করেছিল। থিয়েটারে অবদানের জন্য নাটকের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

নাটক লেখা হবে। কিন্তু সেলিম আল দীন বললেন অন্য কথা, আত্মজীবনীটাকে অবিকৃত রেখে ঢাকা থিয়েটার প্রবর্তিত বর্ণনাত্মক নাট্য ও অভিনয় রীতিতে স্থাপনের প্রস্তাব দিলেন তিনি। বলেন, 'বিনোদিনীর সরল-অনাধুনিক অথচ পাঁজরভাঙা দীর্ঘশ্বাসে ভরা আত্মজীবনীর বাক্যাবলী গ্রন্থের ভেতর পঙ্‌তিতে পঙ্‌তিতে শিরা-উপশিরায় জীবন্ত অনুক্ষণ স্পন্দিত। এমনকি তাতে বিনোদিনীর হৃৎপিন্ডের ধড়াকধড়াক ধ্বনিও শোনা যায়, তাকে কণ্ঠ ও ভঙ্গিরূপে তুলে আনা চাই মঞ্চে।' শুরু হলো নতুন যাত্রা। বিনোদিনী দাসীর আত্মজীবনী 'আমার কথা', 'আমার অভিনেত্রী জীবন' এবং তার রচিত কবিতা গান নিয়ে বর্ণনাত্মক নতুন ধরনের নাট্যযাত্রা। এ যাত্রায় নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, সেলিম আল দীনের সঙ্গে সঙ্গী হলেন তরুণ লেখক-গবেষক সাইমন জাকারিয়া। আত্মজীবনীর সুবিধাজনক স্থানে তার অভিনীত নীলদর্পণ, মেঘনাদবধ কাব্য, মৃণালিনী, চৈতন্যলীলা নাটক সমূহের অংশবিশেষ এবং বিনোদিনীর রচিত কবিতা যুৎসই জায়গায় স্থাপন করে একটা সুন্দর পান্ডুলিপি দাড় করালেন সাইমন। সাইমনের ভাষায়, 'বিনোদিনীর নিজের ভাষা যেকোনো ধ্রুপদী সাহিত্যের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। তাছাড়া ধ্রুপদী সাহিত্যের এতো সরলীকরণের প্রয়োজনও বোধ করিনি। তবে সমস্যা হয়েছিল আত্মজীবনীর দুটো স্ক্রিপ্ট নিয়ে। কেননা একটি সাধু, অন্যটি চলিত

bwmi DwÏb BDmd ev"P

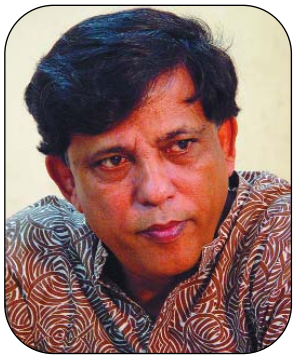
tmwjg Avj `xb

mvBgb RvKwiqv

ভাষায়। এটা ছিল আমার জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আবার বিনোদিনী যে যে চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সেসব সাহিত্যও পড়তে হয়েছিল আমাকে'। নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু বর্ণনা, সংলাপ, নৃত্য, সংগীত, শরীরের ভাষায় যে নাট্য ছন্দ তৈরি করেন তা আসলে মঞ্চ কবিতা। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। নির্দেশনা ও অভিনয়রীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি আমাদের লোকনাট্য রীতির আশ্রয় নিয়েছি। বিশেষ করে লেটো এবং পালা গানের অভিনয়রীতি প্রপসের ব্যবহারে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধ্রুপদী অভিনয়রীতি। বাংলার লোকনাট্যের সঙ্গে ভারতের ধ্রুপদী নৃত্য-অভিনয়ের সংমিশ্রণে একটি ভিন্ন ধরনের অভিনয় সৃষ্টির চেষ্টা রয়েছে এ নাট্যে'। শুধু তাই নয়, জাপানের কাবুকি নাট্যের শারীরিক ভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর অভিনয়ের এবং সংলাপ প্রক্ষেপণে লক্ষণীয়।

শিমুল ইউসুফই বিনোদিনী

'ভালোবাসায় ভাগ্য ফের না গো, ভালোবাসায় ভাগ্য ফেরে না'- বিনোদিনীর এই হাহাকার, আর্তনাদ দর্শকের হৃদয়কেও চূর্ণ করে। মনে হয়েছে শিমুল ইউসুফই বিনোদিনী। অভিনয়ে 'Mimosis' এবং 'Metamorfosis' বলে দুটো শব্দ প্রচলিত। মাইসোসিস হচ্ছে অনুকরণ আর মেটামরফসিস রূপান্তর। মাইমোসিস যখন মেটামরফসিসে পরিণত হয় তখনই তা শিল্পমান উত্তীর্ণ অভিনয়। শিমুল ইউসুফ বিনোদিনীতে পুরোপুরি রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন। আজ থেকে প্রায় ১২০ বছর আগে থিয়েটারের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এক শিল্পীর চরিত্রে বিলীন হয়ে গিয়েছেন আজকের

সাক্ষাৎকার

'ষড়ঋতুই আমার গানের বিষয়'

সুবর্ণা চৌধুরী

বাবা আব্দুল বারিক চৌধুরী শিল্প সমঝদার হিসেবে পরিচিতি ছিলেন। নিয়মিত আসর হতো তার বাড়িতে। দেশ ও বিদেশের গুণী সঙ্গীতশিল্পীরা এই আসরের অতিথি হয়ে আসতেন। আর তারা মাতিয়ে রাখতেন সুরের খেলায় উপস্থিত শ্রোতাদের। এ আসরের নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন সুবর্ণা। ছোট্ট এই মেয়েটি গানের অর্থ না বুঝলেও সুরের মায়াজাল তাকে আবদ্ধ করে রাখতো। আজ সেই সুরের মায়াজালে সুবর্ণা আবদ্ধ করেন অন্যকে। তবে যেকোনো অনুষ্ঠানে নয়, নিজেদের পারিবারিক বা পরিচিতদের অনুষ্ঠানে তিনি গান পরিবেশন করেন। একসঙ্গে রবীন্দ্র ও নজরুল এমনকি আধুনিক গানও তিনি পরিবেশন করেন। পারিবারিক গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে তার কণ্ঠের মাধুর্য সব দর্শকের মাঝে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগ নিয়েছেন 'অপরূপ রূপে' নামের অডিও অ্যালবাম বের করার। সুবর্ণা চৌধুরীর অ্যালবাম ও শিল্পী হয়ে ওঠার নানা কথা উঠে এসেছে তার সাক্ষাৎকারে....

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনার সংগীত জীবনের শুরুটা সম্পর্কে বলুন?

সুবর্ণা চৌধুরী : আমার সঙ্গীতে হাতেখড়ি সেই ৭ কি ৮ বছর বয়সে। আমার শাস্ত্রীয় গানের হাতেখড়ি ওস্তাদ মোহাম্মদ হুসাইনের কাছে। সেই সময়কার কথা হলো: তালিমের সময়েও আমি সুযোগ পেলেই পালিয়ে যেতাম খেলতে। এরপর আমার গানের গুরু মিথুন দে। তার কাছেও শিখতাম শাস্ত্রীয় সঙ্গীতগান-এ সময় থেকেই আমি সঙ্গীতের টেকনিক্যাল বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হই। তবে গানতো আমার নিঃস্বাসের মতো-আমার বেড়ে ওঠা গানের মধ্যে দিয়ে,অজস্র গানের ভেতর দিয়ে অনুভবের ঋদ্ধি ও কণ্ঠ পরিশীলনের পথে যে যাত্রা, তা পৌঁছে দিয়েছে আমাকে এক আলোক আনন্দলোকে।

২০০০ : প্রতিটি শিল্পীরই একটা লক্ষ্য থাকে। আপনার লক্ষ্য কি ছিল, কোন ধরনের গান করার?

সুবর্ণা : আমার লক্ষ্য ছিল আমৃত্যু গাইবো। তবে গানের অ্যালবাম কোনোদিন বের হোক বা না হোক। ইচ্ছে আছে আমার নিজের রচনা, নিজের গানগুলো শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার।

২০০০ : আপনার যে অ্যালবামটি বাজারে আসছে সে সম্পর্কে কিছু বলুন?

সুবর্ণা : আমার সেই অ্যালবামটির নাম 'অপরূপ রূপে'। 'একি অপরূপ রূপে মা তোমায়' গানটি থেকে নামটি তুলে নেয়া। এটি আমার একটি প্রিয় গান। বাংলা প্রকৃতির রূপপূজার এমন অর্ঘ্য খুব কম গানেই

আরেক নিবেদিতপ্রাণ শিল্পী। এই রূপান্তর কেমন লেগেছে শিমুল ইউসুফের কাছে? আর কী করেই বা সম্ভব এই দীর্ঘ ডায়রি উপলব্ধিসহ আত্মস্থ করা। শিমুল ইউসুফ বলেন, 'একটা সময় আমি ঘোরের মধ্যে চলে যাই। বিনোদিনীর তীব্র শিল্পযন্ত্রণা অনুভব করি নিজের আত্মার ভেতর। আসলে খুব কী পার্থক্য আছে আমাদের মধ্যে নাকি শিল্পের ক্ষেত্রে তা থাকা উচিত। এই নাটকের বিনোদিনীর লেখা গানগুলোও সুর করেছেন শিমুল। ঢাকা থিয়েটার প্রবর্তিত বর্ণনাত্মক নাট্য ও অভিনয়রীতিতে বিনোদিনী নাটকে শিমুল ইউসুফ কখনো বর্ণনাকারী, কখনো নিজেই চরিত্র। তবে তা ব্রেখটীয় পদ্ধতির অ্যালিয়েনেশন আশ্রিত নয়, একেবারেই আমাদের লোকনাট্য ও ধ্রুপদী অভিনয় আঙ্গিকে। বিনোদিনীর জীবনে অভিনীত নাটকগুলোর উল্লেখযোগ্য অংশও রয়েছে এই নাটকে। এ ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধকাব্য, গিরিশ চন্দ্র ঘোষের চৈতন্যলীলা, বঙ্কিমের মৃণালিনী কিংবা দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের যে যে চরিত্রে শিমুল অভিনয় করেছেন তা মনে হয়েছে একেবারেই জীবন্ত।

বাংলা নাটকের প্রবাদ প্রতীম অভিনেত্রী শ্রীমতি বিনোদিনী দাসী সাধারণ মানুষের কাছে হয়তো বারনারী পরিচয়েই থেকে যেতেন। কিন্তু শিমুল ইউসুফের অভিনয়ের মাধ্যমে ঢাকা থিয়েটার নিবেদিতপ্রাণ শিল্পী আর শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

এ সপ্তাহের ঢাকা

- **ভাসানী নভোথিয়েটার:** ভাসানী নভোথিয়েটারে ৬ মে অনুষ্ঠিত হবে জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্ল্যানেটেরিয়াম 'শো' দেখা, আলোচনা এবং পূর্নমিলনী অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে সদস্য,উপদেষ্ঠা,শুভাকাংক্ষীবৃন্দ এবং ১১ তম জ্যোতিবিজ্ঞান কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের জন্য। আগ্রহীরা ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ১'শ' টাকা সহ যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায়: বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশন,৭৫ সায়েন্স ল্যাবরেটরী রোড,ঢাকা। মোবাইল: ০১৭১১৮৭৫৫৫
- **শিল্পকলা একাডেমী :** শিল্পকলা একাডেমীতে শুরু হয়েছে সপ্তাহব্যাপী নৃত্য উৎসব। উৎসব শেষ হবে ২৯ এপ্রিল। সমাপনী দিনে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শোভাযাত্রা বের হবে। উৎসবে বিশেষ আকর্ষণ বুলবুল চৌধুরী, জিএ মান্নান, গওহর জামিল স্মৃতি সম্মাননা পদক প্রদান। ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় এক্সপেরিমেন্টাল হলে প্রদর্শিত হবে বনলতা থিয়েটারের মঞ্চ নাটক 'প্রস্কি'। ২৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় হলে অনুষ্ঠিত হবে আবৃত্তি সন্ধ্যা। আবৃত্তি সন্ধ্যায় কবিতা আবৃত্তি করবে সমন্বয় আবৃত্তি সংসদ।
- **জাতীয় জাদুঘর :** ৪ মে থেকে জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্তি ভট্টশীল এক্রমিশন হলে শুরু হবে রাশিয়ান পোস্টার প্রদর্শনী। এ প্রদর্শনীতে স্থান পাবে রাশিয়ার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতি। প্রদর্শনী চলবে ৮ মে পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা।
- **বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র :** ২৭ এপ্রিল বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ বক্তৃতা। 'কেমন বাংলাদেশ চাই' শীর্ষক বক্তব্য রাখেবন ড. আতিয়ার রহমান। ২৯ এপ্রিল সকাল ১০টায় কেন্দ্রের সেমিনারকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে উইলিয়াম ফ্রেথকিন পরিচালিত ছবি 'দ্য এক্স ফরসিস্ট'।
- **ব্রিটিশ কাউন্সিল :** ২ ও ৩ মে সন্ধ্যায় ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে পারাপার গ্রুপের সঙ্গীতানুষ্ঠান। পারাপার দলের ভোকালিস্ট শিল্পী মৌসুমী ভৌমিক পরিবেশন করবেন তার জনপ্রিয় গানগুলো। এ ছাড়াও থাকবে ব্রিটিশ বাদ্যশিল্পীদের সঙ্গে কম্পোজিশনে নতুন কিছু গান। টিকিট পাওয়া যাবে ব্রিটিশ কাউন্সিলে।
- **আলিয়স ফঁসেস :** আলিয়স ফ্রঁসেসের লা গ্যালারিতে শুরু হয়েছে শিল্পী আবদুস সালামের পরিত্যক্ত সিরিজের ২৫টি ছাপচিত্র নিয়ে প্রদর্শনী। সপ্তাহব্যাপী এ প্রদর্শনী চলবে প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ১২টা এবং বিকেল ৫টা থেকে ৯টা, শুধু শনিবার বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত।

আছে। এ কারণেই আমার ঋতু নৈবেদ্যের এই নামকরণ। অ্যালবামটিতে প্রতিটি ঋতুর ওপর একটি নজরুল ও একটি রবীন্দ্র সঙ্গীতের এই যুগলবন্দি রয়েছে। তবে শীতের একটি ও বর্ষার তিনটি গান রয়েছে। এটিকে বিশ্বকবি ও জাতীয় কবির যুগলবন্দি বলছি আমরা। তেরোটি গানের একটি মাত্র অতুল প্রসাদের।

২০০০ : ঋতুভিত্তিক বিষয় বেছে নিলেন কেন আপনার অ্যালবামে?

সুবর্ণা : আমাদের দেশ ষড়ঋতুর দেশ। পৃথিবীর খুব কম দেশে এতো ঋতুবৈচিত্র্য রয়েছে। এখানে মানুষের জীবন ও জীবিকা ভীষণভাবে নির্ভর করে ঋতুর আবর্তনের ওপর। এ দেশের নানা শিল্পীর সৃষ্টি ও শিল্পকর্মে যেকোনোভাবেই হোক ঋতুর প্রবল প্রভাব চোখে পড়ে। বারো মাসে তেরো পার্বণে ঋতু আমাদের বাঙালির জীবনাচরণের সঙ্গে জড়িত। এজন্যই ঋতুকে বেছে নেয়া। ষড়ঋতুই আমার গানের বিষয়।

২০০০ : আপনি একসঙ্গে বিভিন্ন ধারার গানের চর্চা করেন। এছাড়া একই অ্যালবামে নজরুল আর রবীন্দ্রনাথের গান, এতে সমস্যা হবে কি না?

সুবর্ণা : ব্যক্তিগতভাবে নানা রকম গান গাইতেই আমার ভালো লাগে। বিভিন্ন ধারা ও ধরন নির্বিশেষে গানের আবেদন লক্ষ্য করি আমি। প্রথা দাঁড়িয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গান আলাদা শিল্পী গাইবেই। রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাব-প্রধান কাব্যনির্ভর। নজরুলের গান সুরপ্রধান। এখানে কাব্য গৌণ কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সুর ও ভাব পরিপূরক। তবে গাইতে আমার তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। উভয় গানের পরিবেশনায় যে কিছুটা পার্থক্য থাকে, সেটা পার হওয়ার জন্য চর্চাই যথেষ্ট।

২০০০ : প্রথাগত পরিবেশনার বাইরে ভিন্নভাবে পরিবেশন করতে এলেন?

সুবর্ণা : আমার অ্যালবামটি একটু ভিন্নভাবে পরিবেশন করেছি। বিশেষ করে আজকের বাস্তবতা মনে রেখে। এখন মানুষের এতো যে ব্যস্ততা, তার প্রতিফলন আমি গানগুলোর মধ্যে আনতে চেয়েছি দ্রুতলয় ব্যবহার করে। এছাড়া নতুন প্রজন্মের পছন্দের বিষয়টি মাথায় রেখেও গানগুলো গেয়েছি। আমার বিশ্বাস, অ্যালবামটি শ্রোতাদের ভালো লাগবে।

প্রিমিয়ার শো
'অন্ধকারের যাত্রা'

২০ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর সি মজুমদার গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হলো 'অন্ধকার যাত্রা'র প্রিমিয়ার শো। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. রাশিদুল হাসান, বিশেষ অতিথি হিসেবে ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ড. ইসরাফিল শাহীনসহ অনেকে।

প্রিমিয়ার শোকে প্রাণবন্ত করে তোলে রওনক খানের উপস্থাপনা। শালুক প্রযোজিত 'অন্ধকারের যাত্রা' নাটকটি নূরুজ্জামানের ছোট গল্প 'আধারের মহত্ব'র ছায়া অবলম্বনে রচনা করেছেন আবুল কাশেম। জাহিদুল ইসলাম বিপ্লব পরিচালিত এ নাটকে অভিনয় করেছেন তৌকীর আহমেদ, বন্যা মির্জা, রফিকউল্লাহ সেলিম, সরদার শামীম, নূরুজ্জামান, মাস্টার মিথুন প্রমুখ।

i“ûj Zvcm
Qwe: mvjvn DwÏb wUU